বাংলাদেশে গমের রাস্ট রোগের পরামর্শ

প্রাক-মৌসুম ২০২০-২১

সেপ্টেম্বর ২০২০

মূল কথা

২০২০ সালে গম ফসলের পাতায় রাস্ট রোগের ব্যাপক সংক্রমণের কথা বিবেচনা করে, বাংলাদেশের কৃষকদের পরবর্তী মৌসুম ২০২০-২১ শুরুর আগে এবং মৌসুম মধ্যবর্তী সময়ে রোগ ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

মূল বার্তা

গমের রাস্ট রোগের প্রতি সহনশীল/ রোগ প্রতিরোধে সক্ষম জাত সমূহ স্থানভেদে চাষাবাদের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

কার্যক্রম

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলিতে ২০২০-২১ গম চাষের মৌসুমে বারি গম ৩২ এবং বারি গম ৩৩ পছন্দসই জাত হিসাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ২০১৯-২০ মৌসুমে গম ফসলে প্রাপ্ত রাস্ট রোগের উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণগুলো:

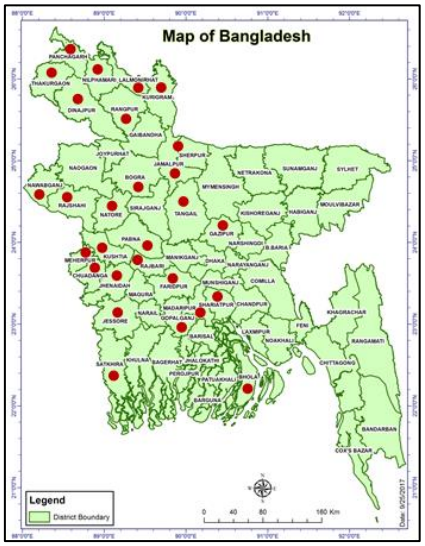

- বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৮টি জেলাতে এই রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে।
- ২৮৭৬ টি পর্যবেক্ষণকৃত জমির মধ্যে শতকরা ৭২% জমিতে এই রোগের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে।
- গত মৌসুমের শেষের দিকে, বাংলাদেশের উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে পূর্ব-পশ্চিমের জেলাগুলোতে কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ জমির গম ফসলে এই রোগের সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছিল (ডানদিকে চিত্র).
- বাংলাদেশের কোন জেলায় স্টেম বা হলুদ (স্ট্রাইপ) রাস্ট রোগের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই।
- আক্রান্ত জমির মোট আয়তনের শতকরা ৫৮% জমিতে কম সংক্রমণ, শতকরা ২৮% জমিতে মাঝারি সংক্রমণ, এবং শতকরা ১৮% জমিতে উচ্চ সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে।
- যশোর, ফরিদপুর এবং রাজশাহী (বাংলাদেশের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল), বগুড়ার কিছু অংশ এবং বরিশালের মধ্যভাগের কৃষি অঞ্চল সমূহে সংক্রমণের মাত্রা বেশি ছিল, অন্যদিকে ঢাকা, দিনাজপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং রংপুর অঞ্চলে মাঝারি বা নিম্ন সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছিল।
- বারি গম ৩২ এবং বারি গম ৩৩ জাতগুলোর সংক্রমণের তীব্রতা অন্যান্য পুরানো জাতগুলোর তুলনায় শতকরা প্রায় ৩০% কম পরিলক্ষিত হয়েছে।

সুপারিশ

মৌসুম শুরুর পূর্বেই সঠিক জাত নির্বাচন করতে হবে, বিশেষ করে রাস্ট প্রতিরোধী জাত।

কৃষকরা "পাতায় রাস্ট রোগের ঝুঁকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমের বিভিন্ন জাত বপনের গাইড ২০২০-২১" (সারণী-১) অনুসরণ করা যেতে পারে এবং বিশেষ করে রাস্ট রোগের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল গুলোর জন্য বারি গম ৩২ এবং বারি গম ৩৩ নির্বাচন করা যেতে পারে।

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কাজের আওতায় ২০২০-২১ মৌসুমে গমের "সঠিক জাত নির্বাচন" শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন শুরু করা যেতে পারে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন সম্মিলিতভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পছন্দসই জাতগুলো কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে।

পাতার রাস্ট রোগ ব্যবস্থাপনায় এআরআরসিসি-কর্তৃক ৭ দিনের আগাম সতর্কবার্তা এবং উপযুক্ত পরামর্শগুলো গম চাষের ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

যদি প্রস্তাবিত জাতগুলি রোপণ না করা হয়, তবে গম ফসল ঝুঁকিতে পড়তে পারে এবং / অথবা পরিবেশ-প্ররোচিত ঝুঁকি বেশি হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে, রাস্ট রোগ মোকাবেলার জন্য মৌসুমের শুরুতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপনা গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

- "নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং আগাম সতর্কবার্তা" গম ফসলের প্রাথমিক শস্য বৃদ্ধির পর্যায়ে রাস্ট রোগ সনাক্তকরণে সহায়তা করবে।
- মাঠ পর্যবেক্ষণে এই রোগ চিহ্নিত হলে অতিদ্রুত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে অবগত করতে হবে।
- উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা এআরআরসিসি প্রদত্ত সুপারিশ মালা অতিদ্রুত জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

সারণী-১ পাতায় রাস্ট রোগের ঝুঁকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গমের বিভিন্ন জাত বপনের গাইড ২০২০-২১

কৃষি অঞ্চল [জেলা]	প্রস্তাবিত জাত	মন্তব্য
বারি গম ২৪ এবং বারি গম ২৬ জাতগুলো কোনও অঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত নয়		
পাতার রাস্ট রোগের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ		
বরিশাল (৬টি জেলা) [বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর]	বারি গম ৩০; বারি গম ৩২; বারি গম ৩৩	মৌসুমের মাঝে ছত্রাকনাশক প্রয়োগের সম্ভাবনাটি হাতে রাখুন[১]
বগুড়া (৪টি জেলা) [বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ]	বারি গম ৩০; বারি গম ৩২; বারি গম ৩৩	মৌসুমের মাঝে ছত্রাকনাশক প্রয়োগের সম্ভাবনাটি হাতে রাখুন[১]
যশোর (৬টি জেলা) [চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুড়া ও মেহেরপুর]	বারি গম ২৯; বারি গম ৩০; বারি গম ৩২; বারি গম ৩৩	মৌসুমের মাঝে ছত্রাকনাশক প্রয়োগের সম্ভাবনাটি হাতে রাখুন[১]
ফরিদপুর (৫টি জেলা) [ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজবাড়ি ও শরিয়তপুর]	বারি গম ২৯; বারি গম ৩০; বারি গম ৩২; বারি গম ৩৩	মৌসুমের মাঝে ছত্রাকনাশক প্রয়োগের সম্ভাবনাটি হাতে রাখুন[১]
রাজশাহী (৪টি জেলা) [রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ]	বারি গম ২৯; বারি গম ৩০; বারি গম ৩২; বারি গম ৩৩	মৌসুমের মাঝে ছত্রাকনাশক প্রয়োগের সম্ভাবনাটি হাতে রাখুন[১]
পাতার রাস্ট রোগের মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ		
ঢাকা (৭টি জেলা) [ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী ও টাঙ্গাইল]	জাত নির্বাচনে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই; তবে বারি গম ৩২ / বারি গম ৩৩ পছন্দসই	মৌসুমে ছত্রাকনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে[২]
দিনাজপুর (৩টি জেলা) [দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও]	জাত নির্বাচনে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই; তবে বারি গম ৩২ / বারি গম ৩৩ পছন্দসই	মৌসুমে ছত্রাকনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে[২]
ময়মনসিংহ (৫টি জেলা) [জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও শেরপুর]	জাত নির্বাচনে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই; তবে বারি গম ৩২ / বারি গম ৩৩ পছন্দসই	মৌসুমে ছত্রাকনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে[২]
রংপুর (৫টি জেলা) [গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও রংপুর]	জাত নির্বাচনে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই; তবে বারি গম ৩২ / বারি গম ৩৩ পছন্দসই	মৌসুমে ছত্রাকনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে[২]
পাতার রাস্ট রোগের কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ		
খুলনা (৪টি জেলা) [বাগেরহাট, খুলনা, নড়াইল ও সাতক্ষীরা]	জাত নির্বাচনে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই; তবে বারি গম ৩২ / বারি গম ৩৩ পছন্দসই	যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আপনার ফসল পর্যবেক্ষণ করুন
পাতার রাস্ট রোগ মুক্ত অঞ্চলসমূহ		
চট্টগ্রাম (৫টি জেলা) চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী]	জাত নির্বাচনে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই; তবে বারি গম ৩২ / বারি গম ৩৩ পছন্দসই	যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আপনার শস্যকে মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করুন
কুমিল্লা (৩টি জেলা) [ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর ও কুমিল্লা]	জাত নির্বাচনে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই; তবে বারি গম ৩২ / বারি গম ৩৩ পছন্দসই	যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আপনার শস্যকে মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করুন
রাঙ্গামাটি (৩টি জেলা) [বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি]	জাত নির্বাচনে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই; তবে বারি গম ৩২ / বারি গম ৩৩ পছন্দসই	যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আপনার শস্যকে মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করুন
সিলেট (৪টি জেলা) [হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেট]	জাত নির্বাচনে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই; তবে বারি গম ৩২ / বারি গম ৩৩ পছন্দসই	যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আপনার শস্যকে মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করুন

1: যদি প্রস্তাবিত জাতগুলি রোপণ না করা হয় এবং / অথবা পরিবেশ-প্ররোচিত ঝুঁকি বেশি হয়

2: যদি পরিবেশ-প্ররোচিত ঝুঁকি বেশি হয়

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন: মো: ওয়াশিক ফয়সাল, আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট), মোবাইল নম্বর: +৮৮০১৭৪০৬০৩৩৮৫; মো: মোস্তফা আলী রেজা, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, মোবাইল নম্বর: +৮৮০১৭১২৬৫২১২১; মোঃ হাফিজুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; মোবাইল নম্বর: +৮৮০১৭১২৬১৯৬০৯
ইমেইল: m.faisal@cgiar.org ।